একক—3 ❑ মানব উন্নতি এবং বৃদ্ধির নীতিসমূহ; অপোগণ্ড (Infancy) অবস্থা থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থা পর্যন্ত সময়কালে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন/চাহিদা

গঠন

3.1. ভূমিকা

3.2. নীতিসমূহ

3.3. বনিয়াদি মানব চাহিদা

3.4. জাঁ পিজে **(Jean Piaget)**-এর বিকাশ তত্ত্ব

3.5. কোলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব

3.6. এরিকসনের মানসিক সামাজিক তত্ত্ব

3.7. প্রশ্নাবলি

3.8. গ্রন্থপঞ্জি

3.1. ভূমিকা

মানব উন্নতি সম্পর্কিত জ্ঞান সমাজকর্মীদের সাহায্য করে যাতে শিশু এবং যুবকদের সমস্যার ক্ষেত্রে বা যাদের উন্নতির ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করতে যাতে তারা তাদের যোগ্যতা অনুসারে উন্নিত হয় এবং ফলদায়ক জীবনযাপন করে এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীতে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এই পর্বের আলোচনা ছাত্রদের সাহায্য করবে মানব উন্নতি এবং বৃদ্ধি সফল ভাবে অনুধাবনে।

3.2. নীতিসমূহ

পল বি. বাল্টেসের (Paul B. Baltes) (সুগারম্যানে 2001, লিপিবদ্ধ) মতে মূলত ৭টি নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় জীবনভর বিকাশের তত্ত্ব (Life-Span development approach) সেগুলি হল—

উন্নতি বা বিকাশ হল—

● আজীবন চালিত প্রক্রিয়া — বিকাশ শুধুমাত্র বাল্যজীবনেই হয় না সারা জীবন ধরে চলে। পরিমাণগত এবং গুণগত দুই ধরনের বিকাশই জীবনের সমস্ত পর্বেই পরিলক্ষিত হয়।

● বহুমাত্রিক এবং বহুলক্ষগামী — বিকাশ সূচিত হয় বিভিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রে, ভিন্ন গতিতে এবং বহুদিকে।

● একটি প্রক্রিয়া বা নমনীয় এবং পরিবর্তন সাধ্য (Plasticity) কোনো ব্যক্তি মানুষের বিকাশধারা কিছুটা হলেও পরিবর্তনসাধ্য যার মূলে রয়েছে ওই ব্যক্তিমানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অভিজ্ঞতা।

● একটি প্রক্রিয়া যাতে লাভ এবং লোকসান দুইই থাকে — বিকাশের ফলে একদিকে যেমন বৃদ্ধি এবং অর্জন করা হয় অন্যদিকে তেমনি ক্ষয় এবং ক্ষতিরও অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

● একটি পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কিত প্রক্রিয়া (Interactive process) — পরিবেশ এবং ব্যক্তিমানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলাফল হল বিকাশ বা উন্নতি যেখানে প্রত্যেকেই একে অপরের ধারাকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম।

● সংস্কৃতি এবং ইতিহাসে দৃঢ়ভাবে নিহিত বিষয় — সংস্কৃতি ব্যতিরেকে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিকাশের মাত্রা এবং ধারা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

● একটি বহুবিষয়ক অধ্যয়ন ক্ষেত্র — জীবনভর বিকাশ কখনই শুধুমাত্র মানসিক বিষয়গুলিতে আবদ্ধ ছিল না। জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং পরিবেশবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলিও ব্যক্তি মানুষের বিকাশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়া করতে এবং তার দ্বারা বিকাশের মাত্রাও ধারাকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম।

অন্য দিকে পাপালিয়া এবং অন্যান্য (2004) দের মতে পল বি বাল্টেস এবং তাঁর সঙ্গীরা মানব-উন্নতির ৬টি নীতিমাত্রা চিহ্নিত করেছিলেন। তারা হল (পাপালিয়া, ওল্ডস এবং ফেল্ডম্যান যা উদ্ধৃত করেছেন)।

(১) বিকাশ জীবনভর ক্রিয়াশীল — বিকাশ একটি জীবনভর পরিবর্তন প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিমানুষকে পছন্দসহ যে কোনো পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে উপযোগী করে তোলে। জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব যা ঘটে গেছে পূর্বে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং যা আসছে তাকে প্রভাবিত করে থাকে। প্রত্যেক পর্বেরই নিজস্ব কিছু অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এবং মূল্য রয়েছে। এবং কোনো পর্বই অন্যদের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে এক সময় অনেকেই মনে করতেন বয়ঃসন্ধিতেই বিকাশ থেমে যায়। কিন্তু এখন আমরা জানি যে এমনকি একজন বয়স্ক মানুষও বিকশিত হয়ে থাকেন। মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই হল চূড়ান্ত বিকাশের প্রচেষ্টা বলে অনেকেই মনে করেন।

(২) বিকাশ অর্জন/লাভ এবং ক্ষতি দুই-এরই প্রকাশ — উন্নয়ন বহুমাত্রিক এবং বহুলক্ষ্যগামী। বিকাশ পারস্পরিক ক্রিয়া করে এমন ক্ষেত্রগুলি যেমন, জৈবিক, মানসিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রায় সংগঠিত হয়ে থাকে। বিকাশ আবার এক লক্ষ্যগামী না হয়ে বহু লক্ষের দিকে ধাবিত হয়। যেহেতু ব্যক্তি মানুষ কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু অর্জন করেন (বিকাশের ফলে) তাই তিনি আবার অন্য কোন ক্ষেত্রে কিছু ক্ষতিও স্বীকার করেন ঠিক একই সময়ে। তারপর ধীরে ধীরে ভারসাম্য সরে যায়। বয়ঃসন্ধিতে শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু এই সময় ভাষা শিক্ষণের সুযোগ হারিয়ে ফেলে মানুষ। কিছু দক্ষতা যেমন শব্দাবলি, দৃষ্টান্তমূলকভাবে প্রায় সমগ্র বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় বর্ধিত হয়ে চলে, আবার এই সময় অপরিচিত সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা কমে আসে এবং কিছু নতুন গুণ যেমন বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান বিকশিত হতে পারে মধ্যবর্তী বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায়। মানুষ চায় যতটা সম্ভব অর্জন করতে এবং ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে রাখতে তাই মানুষ ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষতিপূরণের জন্য শিক্ষনের দারস্থ হয়।

(৩) মানব জীবনে জীববিদ্যার এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের আপেক্ষিক প্রভাব বিকাশ-প্রক্রিয়া জীববিদ্যা এবং সংস্কৃতি এই দুয়েরই দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। আর এই প্রভাবগুলির ভারসাম্য সময়বিশেষে পরিবর্তিত হয়। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা এবং পেশিশক্তি এবং সমন্বয় দুর্বল হতে শুরু করে কিন্তু সংস্কৃতিগত সাহায্য যেমন শিক্ষা, সম্পর্ক এবং প্রাযুক্তিক ও বয়স্ক উপযোগী (age friendly) পরিবেশ তাকে সেইসব ক্ষতিপূরণে সহায়ক হতে পারে।

(৪) বিকাশের ফলে সম্পদ বণ্টনে পরিবর্তন হয় — কোনো একজন মানুষ পৃথিবীর সকল কাজ সমাধায় অক্ষম। ব্যক্তিমানুষ তাই সময়, শক্তি, কর্মদক্ষতা, অর্থ এবং সামাজিক সহায়তা বিভিন্ন মাত্রায় বিনিয়োগ করে তার পছন্দ অনুসারে। সম্পদ মানব বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হতে পারে (যেমন, কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজানোর শিক্ষা বা পটুত্ব বৃদ্ধি), ব্যবহৃত হতে পারে রক্ষণাবেক্ষণে এবং আরোগ্য লাভে বা পুনরুন্নয়নে (যেমন কুশলতা পুনরুদ্ধারে বা রক্ষা হেতু অভ্যাস) এবং অপুরণীয় ক্ষতি মোকাবিলায় ও আবার সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। উপরিউক্ত

তিনটি ক্ষেত্রে বর্ণিত সম্পদের পরিমাণের তারতম্য ঘটে সারা জীবন জুড়েই যেহেতু সম্পূর্ণ সম্পদলভ্যতা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। বাল্য অবস্থায় এবং নবীন বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় সম্পদের একটি বৃহৎ অংশ বৃধ্বিতে ব্যবহৃত হয়; বৃধ্ববয়সে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে। একমাত্র মধ্যজীবনেই সম্পদ বণ্টিত হয়। তিনটি ক্ষেত্রের ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করে।

(৫) বিকাশ পরিবর্তনসাধ্য — সারা জীবনেই বিকাশ তার নমনীয়তা প্রদর্শন করে থাকে। অনেক দক্ষতা যেমন স্মৃতি, শক্তি এবং সহিষ্ণুতা বহুলাংশে বৃধ্বি পেতে পারে প্রশিক্ষণ এবং অভ্যাসের ফলে। এমনকি সেটা শেষ জীবনেও সম্ভব। যাইহোক এমনকি শিশুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু পরিবর্তনের সম্ভাব্যতারও একটা সীমা রয়েছে। উন্নয়নমূলক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিভিন্ন বয়সের নির্দিষ্ট রকমের বিকাশ কতটা পরিমাণে পরিবর্তনসাধ্য তা নিরূপন করা।

(৬) বিকাশ ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে — প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষই বহুবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিকশিত হয় যার কিছুটা সংজ্ঞা নিরুপণ করে জীববিদ্যা এবং কিছুটা সময় এবং জায়গা। এ ছাড়াও বয়সের মাত্রিক এবং মান বা আদর্শ স্থাপন করে না এমন কিছুর প্রভাব, মানুষের প্রভাব এবং ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতিক পটভূমির দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া ইত্যাদি বিকাশ বিজ্ঞানীদের দলের (development scientists) দৃষ্টি আকর্ষণ করে — তাদের মতে ওই সব প্রভাব ব্যক্তিমানুষের বোধশক্তি জনিত কার্যকারিতা, মহিলাদের মধ্যবয়সের আবেগ বা প্রক্ষোভজনিত বিকাশ এবং বৃধ্ব বয়সে ব্যক্তিত্বের নমনীয়তাকে প্রভাবান্বিত করে থাকে।

নভেলা জে. রুফিনের (Novella J. Ruffin) মতে মানব বৃধ্বি এবং বিকাশের মূল নীতিগুলি হল ঃ

(1) **মানব বৃধ্বি এবং বিকাশের ক্রমাগ্রসরণ ঘটে মস্তক থেকে নিম্নাভিমুখে** — এই ক্রমাগ্রসরণ cephabcaudle principle নামে পরিচিত। এই নীতি বৃধ্বি এবং বিকাশের গতিমুখ বর্ণনা করে থাকে। এই নীতি অনুসারে একটি শিশু প্রথমে সে তার মস্তিষ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। তারপর বাহু এবং সর্বশেষে পায়ের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মের দুই মাসের মধ্যেই শিশু তার মাথা এবং মুখমণ্ডলের নাড়াচাড়ার উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে সক্ষম হয়। পরের কয়েকমাসে তারা হাতের উপর ভর দিয়ে নিজেদের শরীর তুলে ধরতে সক্ষমতা লাভ করে। ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে শিশুরা তাদের পায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ পায় এবং এই বয়সে তার হামাগুড়ি, দাঁড়াতে বা হাঁটার ক্ষেত্রে সক্ষমতা পেতে পারে। বাহুদের মধ্যে সমন্বয় অর্জনের পর পায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

(2) **মানব বৃধ্বি এবং বিকাশের ক্রমাগ্রসরণ শরীরের কেন্দ্র থেকে বহির্মুখে প্রবাহিত হয়** — এই ক্রমাগ্রসরণ Proximodistal development নীতি নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই নীতিও বুধ্বি এবং বিকাশের গতিমুখের বর্ণনা দিয়ে থাকে। এই নীতির মতে মানব শরীরে আগে মেরুদণ্ডের বৃধ্বিলাভ হয় এবং তারপর শরীরের বর্হিঃঅঙ্গগুলির বিকাশ ঘটে। শিশুর হাতের আগে বাহু বিকাশিত হয়। আবার পায়ের পাতা ও হাতের আঙুলের আগে পা এবং হাত বিকাশ লাভ করে। শারীরিক উন্নতির ক্ষেত্রে আঙুল এবং পায়ের আঙুলের পেশিসকলের বিকাশ ঘটে সর্বশেষ পর্যায়ে।

(3) **মানব বিকাশ পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং জ্ঞানলাভের উপর নির্ভর করে** — এখানে পূর্ণতাপ্রাপ্তি বলতে বোঝায় শারীরিক বৃধ্বি এবং বিকাশের অনুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপূর্ণতা। শারীরিক পরিবর্তন অনুক্রমিক ভাবে ঘটে থাকে এবং শিশুদের নতুন দক্ষতা প্রদানে সহায়ক হয়। মস্তিষ্ক ও নার্ভতন্ত্রের পরিবর্তন পূর্ণতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে থাকে। ওই সকল পরিবর্তনের ফলে শিশুর চিন্তাশক্তি (বৌধ্বিক) এবং শারিরীক দক্ষতার উন্নতি সাধিত হয়। অন্যদিকে নতুন দক্ষতা লাভের জন্য শিশুর একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ

আবশ্যক। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে একটি ৪ মাস বয়সি শিশুর মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট মানে পূর্ণতা না থাকার কারণে ভাষা ব্যবহার অসম্ভব। কিন্তু দু-বছর বয়সি শিশুর মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট মাত্রায় উন্নতির ফলে ওই বয়সে তারা কথা বা শব্দ বলার এবং বোঝার দক্ষতা অর্জন করে। পূর্ণতাপ্রাপ্তির ধরণ জন্মগত এবং জিনগতভাবে পূর্বনির্ধারিত। শিশুর পরিবেশ এবং শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ ঠিক করে দেয় কোনো শিশু সর্বোচ্চ উন্নতিতে সক্ষম হবে কিনা। একটি উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ এবং বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা শিশুকে তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(4) **মানব উন্নতি ও বৃদ্ধি সরল (মূর্ত - Concrete) থেকে ক্রমশ জটিলতার দিকে ধাবিত হয়** — শিশুরা তাদের বৌদ্ধিক এবং ভাষা দক্ষতা প্রয়োগ করে যুক্তির অবতারণা এবং সমস্যা সমাধান করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ক (কীভাবে বস্তুসকল এক প্রকার) নিরূপণ বা শ্রেণিবিভক্তি করণ হল বৌদ্ধিক বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। আপেল এবং কমলালেবুর মধ্যে কী কী মিল রয়েছে তা বর্ণনা করা হল সবচেয়ে সহজতম বা মূর্ত চিন্তা। দুটির মধ্যে কোনো সম্পর্কই না দেখে প্রাক্-বিদ্যালয় (বয়স্ক শিশু আপেল এবং কমলালেবুর তুলনামূলক বর্ণনা দেবে ওই দুটি বস্তুর আকার বা রং ইত্যাদি দিয়ে। মোটামুটি একটি উত্তর হতে পারে 'একটি আপেল সাধারণত লাল বা সবুজ হয় আর কমলালেবু হল কমলা বর্ণের ফল। প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তা অর্থাৎ বস্তুর মধ্যেকার সাদৃশ্য নিরূপণ হল ওই বস্তুগুলির মধ্যে কার্যকরী সম্পর্কের একটি বর্ণনা, যেমন আপেল এবং কমলালেবু দুটিই গোলাকার ফল এবং ''একটি আপেল ও কমলালেবু একই রকমের কারণ তোমরা তা খাও'' ইত্যাদি উত্তরগুলি সাধারণত তিন, চার বা পাঁচ বছরের বাচ্চাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। আবার যখন শিশুদের বৌদ্ধিক বিকাশ আরও উন্নিত হয় তখন তারা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার আরও জটিল সম্পর্ক অনুধাবনে সক্ষম হয়। যেমন ''একটি আপেল এবং একটি কমলালেবু ফল বলে পরিচিত'', শিশু বৌদ্ধিক দিক থেকে শ্রেণিবিভক্তিকরণে যোগ্যতা অর্জন করে।

(5) **বৃদ্ধি এবং উন্নতি একটি অবিরাম ক্রমাগ্রসরণ** — শিশুরা উন্নতির সাথে সাথে নতুন দক্ষতা অর্জন করে এবং তা পরবর্তীতে আরও অভীষ্ট সাধনে এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে আরও বুৎপত্তি অর্জনে ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ শিশুর বৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধারণত একই ধরনের হয়ে থাকে। আবার একটি উন্নতি পর্ব পরবর্তী উন্নতি পর্বের ভিত্তিভূমি রচনা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শারীরিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে হাঁটার আগে ভবিষ্যদ্বানী করা সম্ভব এমন উন্নতি অনুক্রম লক্ষ করা যায়। শিশু নিজের শরীর ঘোরাবার আগে মাথা তুলতে এবং ঘোরাতে শেখে। শিশু তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (বাহু এবং পা) আগে শেখে আর তার পর সে শেখে কীভাবে কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে হয়। সিঁড়িতে উঠতে যে দক্ষতা প্রয়োজন তা শিশুর ধরে ধরে হাঁটা বা এককভাবে হাঁটার উপর প্রয়োজনীয় দখল আসার পর দেখা যায়। চার বছর বয়সি শিশুরা সাধারণত দুই পা ব্যবহার করে সিঁড়িতে ওঠানামা করে থাকে। আবার শিশু প্রথমে হাতের উপরে নিয়ন্ত্রণ পেলে তবেই সে পেনসিল দিয়ে কিছু লিখতে বা আঁকতে পারে।

(6) **বৃদ্ধি ও বিকাশের সাধারণ (General) থেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্টতার (Specific) পথে ক্রমাগ্রসরণ**— শারীরিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিশু প্রথমে কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরে তার সমস্ত হাত ব্যবহার করে। পরে দেখা যায় শিশু শুধুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দিয়ে কোনো বস্তু তুলে ধরতে সক্ষম হয়। শিশুদের প্রাথমিক শারীরিক উন্নতি সকল অতি সাধারণ, অনির্দেশিত (undirected) এবং প্রতিবর্তী (reflexive) বস্তুদের ঘোরানো বা লাথি মারা থেকে ধীরে ধীরে শিশুরা কোনো বস্তুর কাছে পৌঁছানোর যোগ্যতা অর্জন করে। বৃদ্ধি ঘটে থাকে বৃহৎ পেশি আন্দোলিত করার থেকে পরিশীলিত (ছোটো) পেশি আন্দোলনে।

(7) **ব্যক্তি বিশেষে মানব বৃদ্ধি ও বিকাশের মাত্রা নির্ভর করে** — প্রত্যেকটি শিশু আলাদা এবং তাদের বৃদ্ধির

মাত্রাও কিন্তু আলাদা। যদিও এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বৃদ্ধির একই ধরন (Pattern) ও অনুবর্তীতা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সকল শিশুর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বৃদ্ধির ও বিকাশের মাত্রা আলাদা হওয়ায় শিশুরা বিভিন্ন সময়ে উন্নতি পর্বে (developmental stages) উপনীত হয়। তাই আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে বয়স ও উন্নতি পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যবহার ও তাদের উপর নির্ভর করা উচিত। কারণ ওই বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে সাধারণত শিশুদের বর্ণনা করা বা আখ্যা (লেবেল) দিয়ে থাকি। সাধারণত এক একটি বয়সকালে (age range) এক এক ধরনের উন্নতি-কর্মভার (developmental task) পরিলক্ষিত হয়। এই তত্ত্ব গড় বৃদ্ধি ও বিকাশযুক্ত শিশু (average child)-এর ধারণাকে নস্যাৎ করতে সাহায্য করে। কিছু শিশু দশ মাস বয়সে হাঁটতে শেখে আবার কিছু শিশু আঠারো মাসে হাঁটা চলা রপ্ত করতে সমর্থ হয়। কিছু শিশু খুবই সক্রিয় (Active) হয় আবার কিছু হয় নিষ্ক্রিয় (Passive)। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সক্রিয় শিশুরা নিষ্ক্রিয় শিশুদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান। তাই কোনো একটি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে আরেকটি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের তুলনার কোনো যৌক্তিকতা নেই। উন্নতির মাত্রা আবার কোনো একটি শিশুর মধ্যেও সমান হয় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে শিশুর বোধশক্তির বিকাশের মাত্রা তার প্রক্ষোভসংক্রান্ত (emotional) সামাজিক উন্নতির থেকে বেশি হতে পারে।

এলিজাবেথ বি. হারলক (Elizabeth B. Harlock) নিম্নলিখিত দশটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন—

প্রথম নীতিটি হল — উন্নতিতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আর এই পরিবর্তনগুলির লক্ষ্য হল আত্ম-উপলব্ধি অথবা বংশগত সম্ভাবনার (Hereditary Potentials) অভীষ্ট সাধন।

শিশুদের পরিবর্তনের প্রতি অভিব্যক্তি, তাদের ওই পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা, কীভাবে তারা শিশুদের ব্যবহারকে নাড়া দেয়, তাদের প্রতি সামাজিক অভিব্যক্তি, কীভাবে তারা শিশুদের বাহ্য অবস্থা বা রূপের পরিবর্তন করে ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির শিশুদের (পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার সময়) প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

দ্বিতীয় নীতিটি হল প্রাথমিক পর্যায়ের উন্নতি পরবর্তী পর্যায়ের থেকে অনেক বেশি সংকটপূর্ণ (critical)। কারণ প্রাথমিক ভিত্তিভূমি গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত হয় শিশুর শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা থেকে। যদি তারা শিশুর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ভাবে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় তবে তা অভ্যাসে পরিণত হওয়ার আগে পরিবর্তিত হতে পারে।

তৃতীয় নীতিটি হল উন্নতি জন্ম নেয় পূর্ণতালাভ এবং জ্ঞান অর্জনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ায়। পূর্ণতালাভ উন্নতির সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়।

চতুর্থ নীতিটি হল উন্নতির ধরন সহজেই অনুমেয়। যদিও এই অনুমেয় উন্নতির ধরন বিলম্বিত বা দ্রুততর হবে কি না তা নির্ভর করে পিতামাতা সংক্রান্ত পরিবেশের অবস্থার উপর।

পঞ্চম নীতিটি হল উন্নতির ধরনের কিছু অনুমেয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল সমস্ত শিশুদের উন্নতির ধরন এক; বিকাশের সাধারণ থেকে বিশেষভাবে নির্দিষ্টতার পথে ক্রমাগ্রসরণ। বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শরীরের বিভিন্ন অংশের উন্নতির মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে; এবং উন্নতির ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

ষষ্ঠ নীতিটি হল ব্যক্তি বিশেষে উন্নতির মাত্রা আলাদা হওয়ার কারণ হল কিছুটা জিনগত প্রভাব ও কিছুটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই কথাটি শারীরিক এবং মানসিক উভয় উন্নতির ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য।

ব্যক্তি বিশেষে উন্নতির তারতম্যের বাস্তবে প্রায়োগিক দিকটি হল— শিশুদের প্রশিক্ষিত করা উচিত তাদের ব্যক্তিক চাহিদাকে মাথায় রেখে এবং কখনই সব শিশুদের কাছ থেকে একইরকম ব্যবহার আশা করা উচিত নয়।

সপ্তম নীতিটি হল উন্নতির ধরনের মধ্যে অনেকগুলি পর্ব থাকে যেমন গর্ভাবস্থা, বাল্যাবস্থা, শৈশব, প্রাথমিক বাল্যকাল এবং অন্তিম বাল্যকাল এবং কৈশোর। এইসব পর্বে কিছু সময়ে ভারসাম্য থাকে। কিছু সময়ে ভারসাম্য হীনতা লক্ষিত হয় এবং ব্যবহারের ধরন যা স্বাভাবিক এবং যা পর্বান্তরেও গমন করে তা সাধারণত 'সমস্যা (Problem), ব্যবহার বলা হয়ে থাকে।

অষ্টম নীতিটি হল প্রত্যেকটি উন্নতি পর্বের জন্য সামাজিক আকাঙ্ক্ষা (Social expectations) রয়েছে। এই সামাজিক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সাধারণত উন্নতিকর্মভার (developmental tasks) রূপে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। এই কর্মভারগুলি পিতামাতা ও শিক্ষকদের সাহায্য করে যাতে তাঁরা যেকোনো বয়সে শিশুরা সুস্থ ও সুন্দর ভাবে পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে চলার জন্য ব্যাবহারিক ধরনগুলির উপর যথাযথ দক্ষতা অর্জন করে তা অনুধাবন করতে পারেন।

নবম নীতিটি হল উন্নতির প্রত্যেকটি পর্বেই বিপদ বা ঝুঁকির তা সে শারীরিক বা মানসিক সম্ভাবনা রয়েছে। যা অনেকক্ষেত্রে উন্নতির ধরনকে পালটে দিতে পারে।

দশম নীতিটি হল উন্নতির বিভিন্ন পর্বে সুখ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় থাকে। সাধারণত প্রথম বছর সবচেয়ে সুখের হয় এবং কৈশোর হয় সবচেয়ে অসুখী সময়।

3.3. বনিয়াদি মানব চাহিদা

বিকাশের বিভিন্ন পর্বে বনিয়াদি মানব চাহিদাগুলির বিশ্লেষণ হেতু অনেক তত্ত্ব বছরের পর বছর ধরে অভিযোজিত হয়েছে। আমরা এখানে চারটি বহুল প্রচলিত তত্ত্ব আলোচনা করব।

মানসিক যৌনতা বিকাশ তত্ত্ব (Psychosexual development theory) ঃ এই তত্ত্বের জনক হলেন সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। এই তত্ত্বের জন্ম দিতে গিয়ে ফ্রয়েড সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন কামজ আকাঙ্ক্ষায় যা ব্যাখ্যাত হয়েছে গঠনমূলক নোদনা (drives), সহজ প্রবৃত্তি (Instincts) এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি মেটাবার বাসনা (appetites) আলোচনা করে। ওইসব বাসনা/প্রবৃত্তিরাই একজন ব্যক্তির ব্যবহার এবং বিশ্বাসের পটভূমি তৈরি করে। অনেকসময় ওই বাসনা/কামনা দমিয়ে রাখা হলেও তা ব্যবহার ও বিশ্বাসকে প্রভাবান্বিত করে থাকে (wikipedia)। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে দেহের যে অংশে যৌন-প্রতিক্রিয়া প্রকট হয় (Errogenous zone) তার পরিবর্তনের ফলে একজন মানুষের বিকাশ হয় বিভিন্ন নির্দিষ্ট উন্নতি-পর্বে।

ডেভিড বি স্টিভেনসন (1996) ফ্রয়েডের তত্ত্ব নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করেছেন ঃ

মুখসংক্রান্ত পর্ব (The Oral Stage) ঃ এই পর্বের শুরু হয় জন্মের শুরু থেকেই। এই সময় কামজ শক্তির (Libidal energy) প্রাথমিক কেন্দ্রবিন্দু বা ক্রিয়াকেন্দ্র হয় মুখগহ্বর। পরিচর্যা পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়া শিশু চোষার মাধ্যমে এবং মুখে বস্তুর প্রবেশ মেনে নিয়ে আরাম পায়। যেসব শিশু এই পর্বে হতাশ হয়ে পড়ে, যার মা তাকে তার প্রয়োজনমত পরিচর্যা করতে রাজি নয়, অথবা যার পরিচর্যার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের বলা হয় ওরাল ক্যারকটার (Oral Character)। এদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল, হতাশা, ঈর্ষা, সন্দেহপ্রবণতা এবং ব্যঙ্গ করার ইচ্ছা। আবার যাদের পরিচর্যার প্রয়োজন সবসময় ও অনেক সময় অতিরিক্ত ভাবে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে তারা আশাবাদী, সরল (gullible) ও অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল (admiration) হয়ে থাকে। এই পর্বের সমাপ্তি হয় মাতৃস্তন্য পান ত্যাগ করিয়ে অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করার প্রাথমিক দ্বন্দ্বে (Primary conflict of wearing)

এর ফলে শিশু পরিচর্যার থেকে যে সংবেদনজ আরাম (Sensory pleasure) এবং মায়ের যত্নের ও মায়ের তাকে আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্য দিয়ে মানসিক প্রশান্তি সে লাভ করত তার থেকে বঞ্চিত হয়। এই পর্ব এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত চলে।

পায়ু সংক্রান্ত পর্ব (The Anal Stage) ঃ শিশু তার দেড় বছর বয়সে এই পর্বে উপনীত হয়। মলত্যাগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের (Toilet Training) সাথে সাথে যৌন প্রতিক্রিয়ার জ্ঞান পরিবর্তন হয়ে মলদ্বার এবং মল ত্যাগে বা ধারণে স্থায়ী হয়। এর ফলে অদস্ (Id) যা মলত্যাগের দ্বারা সুখানুভব করে থাকে, এবং অহম্ (ego) ও অধিশাস্তা বা বিবেক (Superego) যা সামাজিক চাপের দ্বারা শারীরিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের কথা বলে— এদের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। শিশু তার পিতা-মাতার চাহিদা ও তার নিজস্ব ইচ্ছা এবং শারীরিক ক্ষমতার মধ্যেকার এই বিরোধের মীমাংসা নিম্নলিখিত ভাবে করে থাকতে পারে— সে তীব্র প্রতিরোধ করতে পারে অথবা সে শৌচাগারে যেতে অরাজি হতে পারে। প্রতিরোধী শিশুরা শৌচাগারে যাওয়ার ঠিক আগে বা পরে মলত্যাগ করে সুখানুভব করে। যদি পিতা-মাতা এক্ষেত্রে কঠোরতা না দেখান তাহলে শিশু এই ভাবে মলত্যাগের সাফল্য ও সুখানুভব অনুভব করার ব্যবস্থা করে ফেলে। এর ফলে একটি Anal expulsive character-এর জন্ম হয়। এই ধরনের বৈশিষ্টযুক্ত মানুষরা সাধারণত, আগোছাল, বিশৃঙ্খল, বেপরোয়া, অমনোযোগী ও অবজ্ঞাপূর্ণ (defiant) ভাবে বিরোধী হয়ে থাকেন। অন্যদিকে আবার একটি শিশু যখন মল ত্যাগ না করে তা ধরে রাখার মাধ্যমে সুখানুভব পায় এবং তার এই কৌশল যদি সাফল্য লাভ করে তা সে পরিণত হয় Anal retentive character-এ। এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষরা সাধারণত সুরুচিসম্পন্ন। যথাযথতা মেনে চলার স্বভাব সম্পন্ন (precise)। মনোযোগী শৃঙ্খলাপরায়ণ, সর্তকপরায়ণ, তীক্ষ্ণতাযুক্ত। প্রতিরোধী (withholding), জেদি, খুটিনাটি ব্যাপারে অতি সতর্কপরায়ণ, ও নিষ্ক্রিয়-আগ্রাসী (Passive aggressive) হয়ে থাকে। এই পর্বে গৃহীত যথাযথ মলত্যাগ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত স্থায়ী ভাবে কোনো ব্যক্তির আইন সম্মত অধিকারের (authority) প্রতি অভিব্যক্তি ও অধিকৃত বস্তুর (possession) প্রতিঝোঁককে প্রভাবান্বিত করে থাকে। এই পর্ব দেড় বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত চলে।

লিঙ্গমূর্তি সংক্রান্ত পর্ব (The phallic stage) ঃ ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বের এই পর্বেই সংঘটিত হয়েছে সর্বাপেক্ষা ও চূড়ান্ত কামজ বিরোধ। এই পর্বে শিশুর যৌন-প্রতিক্রিয়া প্রকট হয় তার জননেন্দ্রিয়তে। শিশু এখন থেকে তার ও অন্যদের জননেন্দ্রিয়তে মনোযোগী হয়— যা বিরোধের জন্ম দেয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই বিরোধ Oedipuos complex এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে Electra complex নামে পরিচিত। যা শিশুর বিপরীত নিজের পিতা-মাতার উপরে নিজের দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করার এবং নিজ লিঙ্গের পিতা-মাতার বিনাশ করার অবচেতন ইচ্ছাগুলি বর্ণনা করে থাকে।

একটি বালকের মধ্যে Oedipus complex জন্ম নেয় তার মায়ের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা থেকে। এই ভালোবাসা কামজ হয়ে ওঠার কারণ হল এই সময় পায়ু থেকে জননেন্দ্রিয়তে যৌন-প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে ওঠার ভরকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ওই বালকের দুর্ভাগ্যক্রমে তার পিতা তার ভালোবাসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। এরফলে বালক তার পিতার প্রতি ঈর্ষাকাতর ও আগ্রাসী মনোভাব নেয় আবার সে ভয়ও অনুভব করে যে তার পিতা হয়তো তার উপর আঘাত হানতে পারে। যখন ওই বালকটি দেখে যে মহিলাদের বিশেষত তার মায়ের যেহেতু পুংজননেন্দ্রিয় নেই তখন সে প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে তার পিতা হয়তো তারও লিঙ্গ বাদ দিয়ে দেবেন। এই উদ্‌বেগ আরও বর্ধিত হয় যখন হস্তমৈথুন করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর ভীতিপ্রদর্শন ও আরও শৃঙ্খলাপ্রবণ করার চেষ্টা হয়। নপুংসক হওয়ার উদ্‌বেগ (Castration anxiety) তার মায়ের প্রতি বাসনাকে ছাপিয়ে যায় এবং সে ওই বাসনা অবদমন করে। অন্যদিকে যখন সে দেখে তার পিতার কারণে সে তার মায়ের উপরে দখলদারি কায়েম করতে অসমর্থ হচ্ছে তখন সে চেষ্টা করে যতটা সম্ভব তার পিতার মতো হয়ে উঠতে

যাতে সে মায়ের কাছে পিতার বদলিস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে ওই বালকটিতে তার যথাযথ লিঙ্গ কর্ম (sexual role) পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই বিরোধীর স্থায়ী চিহ্ন থাকে— অধিশস্তা বা বিবেকে যা ওই বালকটির মধ্যে তার পিতার কণ্ঠস্বররূপে কাজ করে।

Electra complex-এর ক্ষেত্রে ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্ব আরও অস্পষ্ট। যখন কোনো ছোটো বালিকা আবিষ্কার করে যে তার, তার মায়ের ও অন্যান্য মহিলাদের পুংজনন্দ্রিয় নেই যা তার পিতার ও অন্যান্য পুরুষদের রয়েছে তখনই এই complex-এর জন্ম হয়। তার পিতার প্রতি তার ভালোবাসা তখন থেকে কামদ ও ঈর্ষাযুক্ত হয়ে পড়ে এবং সে আকুল হয়ে কামনা করে তার নিজস্ব একটি লিঙ্গের। সে তার নংপুসক হওয়ার জন্য মাকে দায়ি করে এবং লিঙ্গের জন্য ঈর্ষাকাতর (Penis envy) হয়ে পড়ে। ফ্রয়েড মনে করতেন যে এই বিরোধের মীমাংসা খুবই দেরিতে হয় এবং যা সম্পূর্ণ কোনোদিনই হয় না। ছেলেদের মতোই বালিকারা এখন থেকেই তাদের লিঙ্গকর্ম (Sexual role) তাদের মায়েদের অনুকরণের দ্বারা শিখে নেয়। লিঙ্গমূর্তিসংক্রান্ত সংক্রান্ত পর্বে স্থিরতা Phallic Character-এর জন্ম দেয় যারা বেপরোয়া, স্থিরসংকল্প, আত্ম-নির্ভর এবং আত্মরতি সম্পন্ন (narcissistic) ও অসার আত্মশ্লাঘা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিরোধী মীমাংসায় অসাফল্য কোনো ব্যক্তিকে সঙ্গমে অপারদর্শী করে তোলে। আবার ওই ব্যক্তির কাছে সংগম একটি ভীতিপ্রদ বিষয় বলে পরিগণিত হয়। ফ্রয়েড মনে করতেন যে সমকামিতার জন্ম হয় এই পাঠে স্থিরতার (Fixation) জন্যই।

অপ্রতীয়মান পর্ব (The Latency Period) ঃ লিঙ্গমূর্তিসংক্রান্ত পর্বের মীমাংসা অপ্রতীয়মান পর্বের জন্ম দেয়। এই সময় কামজ চাহিদা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। ফ্রয়েড এই পর্বে দেখছেন কামজ চাহিদা ও যৌন প্রতিক্রিয়ার অদ্বিতীয় অবদমন। এই পর্বে বালক-বালিকারা তাদের কাম-শক্তি অকামজ (asexual) ক্ষেত্রে যেমন বিদ্যালয়ে, ক্রীড়াতে ও নিজ লিঙ্গের বালক-বালিকাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বয়ঃসন্ধি চলে আসার সাথে সাথে আবার জননেন্দ্রিয় যৌন-প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে ওঠার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

জননেন্দ্রিয় পর্ব (The Genital Stage) ঃ এই পর্বে যেহেতু জননেন্দ্রিয় যৌন-প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিণত হয় সেহেতু কিশোর-কিশোরীর বিপরীত লিঙ্গের কিশোর-কিশোরীদের সাথে সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে পড়ে। মানসিক-কামজ বিকাশের অমীমাংসিত ক্ষেত্রে যত কম শক্তি বিনিয়োগ হবে তত বেশি করে কিশোর-কিশোরীরা যোগ্য হয়ে উঠবে বিপরীত লিঙ্গের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কস্থাপনে।

3.4. জাঁ পিজে (Jean Piaget)-এর বিকাশ তত্ত্ব

পিজের মতে বিকাশের চারটি পর্ব রয়েছে— যা মানুষের চিন্তন প্রণালীতে (thought process) ঘটে থাকে।

পাম সিলভারথনের (1999) লেখা থেকে আমরা পিজের বিকাশ তত্ত্বের নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণ পেয়ে থাকি—

সংবেদনশীল পেশি সঞ্চালনা পর্ব (The Sensorymotor Period) — জন্ম থেকে 2 বছর পর্যন্ত।

এই পর্বে শিশুরা ''চিন্তা'' করে তাদের চোখ, কান, হাত এবং অন্যান্য সংবেদনজ পেশি সকল দ্বারা (http : llrraven. cc. ullans. edu/ r llupsych/ dennisk/ cog-Inf.Htm). পিজে বলেছেন যে শিশুর বৌদ্ধিক গঠনতন্ত্র প্রতিবর্তী পেশিসঞ্চালনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও শিশু এই প্রতিবর্তগুলির বিকাশিত করে আরও বাস্তবধর্মী প্রণালীতে। তারা শেখে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজকর্মের সর্বজনীনতা বজায় রাখতে হয় কীভাবে ও দীর্ঘকালীন ও বর্ধনশীল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ব্যবহারগুলির (Chains of behaviour) সমন্বয়সাধন কীভাবে করা সম্ভব।

প্রাক্-সক্রিয় চিন্তন পর্ব (Preoperational thought) 2 বছর থেকে 6 / 7 বছর ঃ

পিজের মতে এই বয়সে শিশুরা প্রতিনিধিত্বমূলক দক্ষতা (representational skills) অর্জন করে মানসিক ভাবে কল্পনা করতে সমর্থ হয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দক্ষতা বেশি কাজে লাগে। এই বয়সের শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক ও অহম্-কেন্দ্রিক হয়। শিশুরা এই বয়সে নিজস্ব প্রেক্ষিত থেকেই ওই প্রতিনিধিত্বমূলক দক্ষতা ব্যবহার করে বিশ্ব-দর্শন করে থাকে।

মূর্ত সক্রিয়তা (Concrete operation) 6/7 বছর থেকে 11/12 বছর পর্যন্ত—

এই বয়সের বালক/বালিকারা অন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করতে শেখে এবং একই সঙ্গে অনেকগুলি প্রেক্ষিত বিবেচনা করতে সমর্থ হয়। কারণ এই সময় তাদের চিন্তন প্রণালী আবর্ত যুক্তিসংগত। নমনীয় এবং সংগঠিত হয়ে পড়ে। তারা একদিকে যেমন পরিবর্তনশীল অন্য দিকে তেমন স্থিতীয় পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যদিও তারা মূর্ত সমস্যা অনুধাবন করতে সমর্থ তবু পিজের মতে তারা বিমুর্ত সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা ধরে না, ও তারা যুক্তিসংগত ও সম্ভাব্য সকল ফলাফল বিচার বিবেচনায় আনতে অসমর্থ হয়। এই বয়সি বালক/বালিকারা সংখ্যা সংক্রান্ত, শ্রেণিবিভক্তিকরণ সম্বন্ধীয় অনুক্রমিকতা (Serration) ও স্থানসংক্রান্ত যুক্তি কেন্দ্রিক কোনো কাজ করতে সমর্থ।

প্রচলিত সক্রিয়তা (Formal operations) 11/12 বছর থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত ঃ এই পর্বে উপনীত হওয়া কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত এবং বিমূর্তভাবে কোনো চিন্তা করতে সমর্থ হয়। তারা তাত্ত্বিক যুক্তি খাড়া করতেও দক্ষ হয়ে ওঠে। পিজে এই পর্বকেই বিকাশের চূড়ান্ত পর্ব বলে বিচার করে বলেছেন যদিও বালক/বালিকাদের এখনও জ্ঞান ভিত্তি (Knowledge base) সংশোধন করতে হবে তবুও তাদের চিন্তন-শক্তি অপরিবর্তিত থাকবে।

3.5. কোলবার্গের নৈতিক বিকাশ তত্ত্ব

লরেন্স কোলবার্গ (Lawrence Kohlberg) এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন মানুষের মধ্যে নৈতিক যুক্তিবাদিতার বিকাশ বিশ্লেষণ হেতু। নৈতিক ব্যবহারে ভিত্তিভূমি হল নৈতিক যুক্তিবাদিতা। আর এই তত্ত্বের কিছু উন্নতি পর্ব রয়েছে।

www. awa. com/w2/erotic computing/Kohlberg. Stages. html-থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিস্তারিত তথ্য পেয়েছি—

কোলবার্গের তত্ত্বের ছটি নৈতিক উন্নতি পর্ব রয়েছে যারা তিনটি পর্বে বিভক্ত।

মাত্রা - I ঃ প্রাক-প্রচলিত রীতি / প্রাক্ নৈতিক (Precomentional / Premoral) ঃ

নৈতিক মূল্যবোধ বাহ্যিক। আপাত-শারীরিক (duasi physical) বা খারাপ কাজে বসবাস করে। শিশু নিয়ম ও মূল্যায়নের মাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিবেদনশীল হলেও তাদের তা হয়ে ওঠার কারণ হল সুখানুভবযুক্ত বা যন্ত্রনাদায়ক কর্মপরিণতি অথবা যারা ওই নিয়ম পালন করার নির্দেশ দেন তাদের শারীরিক ক্ষমতাকে ভয় পাওয়া।

পর্ব - 1 ঃ বাধ্যতা ও শাস্তি সম্পর্কান্বিত করা (Obedience and punishment orientation)ঃ

➠ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বা উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন অথবা সমস্যা এড়ানোর তাগিদে অহম্-কেন্দ্রিক বশ্যতা স্বীকার।

➠ বৈষয়িক দায়দায়িত্ব (Objective responsibility)।

পর্ব - 2 ঃ কলাকৌশল বর্জিত অহংবাদী পরিচিতিকরণ (Navely egoistic orientation) ঃ

➠ নিজের এবং কিছু কিছু সময় অন্যান্যদের চাহিদার সন্তুষ্টিকরণের জন্য যে কাজগুলি করতে হয় তাই হল সঠিক কাজ।

➠ প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাহিদা ও প্রেক্ষিত অনুযায়ী মূল্যবোধের আপেক্ষিকতা।

➠ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কলাকৌশলবর্জিত সমতাবাদ, পরিচিতিকরণ।

মাত্রা – II প্রচলিত রীতি / নিয়মের অনুরূপতা (Conventional) / (Role Conformity) ঃ

সঠিক নিয়ম পালনে, প্রচলিত রীতি রক্ষনাবেক্ষণে এবং অন্যদের আশাপূরনের মধ্যেই নৈতিক মূল্যবোধ বসবাস করে।

পর্ব - 3 ঃ ভালো ছেলে / ভালো-মেয়ে পরিচিতিকরণ

➠ অন্যকে সাহায্য ও সুখদান, অনুমোদন সংক্রান্ত পরিচিতিকরণ।

➠ অধিকাংশ মানুষ স্বীকৃত প্রচলিত নিয়মের অনুরূপতা বা স্বাভাবিক নিয়মকেন্দ্রিক ব্যবহার।

➠ অভিপ্রায়কে ভিত্তি করে কর্ম-মূল্যায়ন।

পর্ব - 4 ঃ আইনসম্মত কর্তৃত্ব (authority) এবং সামাজিক প্রথা রক্ষণাবেক্ষণ জনিত পরিচিতি করণ ঃ

➠ কাজ করার জন্য পরিচিতিকরণ এবং আইনসম্মত কর্তৃত্বকে যথাযথ সম্মানপ্রদান এবং প্রচলিত প্রথা রক্ষনাবেক্ষণ করা।

➠ অন্যের অর্জিত আকাঙ্খার প্রতি সম্মানজ্ঞাপন।

➠ নিয়মনীতি পালন হেতু বাধ্যতামূলক কাজ এবং সুন্দর বা স্বাভাবিক উদ্দেশ্যে (Motives) গৃহীত কাজে পার্থক্য নিরুপন করা।

মাত্রা – III ঃ উত্তর - প্রচলিত রীতি (Post conventional)/ আত্মগ্রহনীয় নৈতিক নীতিসমূহ (Self accepted Moral principles)

এখন নৈতিকতার সংজ্ঞা হল — সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড, অধিকার বা কর্তব্যের সাথে সমানতা এবং শুধুই আইন সম্মত অধিকারকে সমর্থন করা নয়। কর্ম-পরিকল্পনা সকল চিন্তনের আন্তঃপ্রণালী দ্বারা গৃহিত হয় এবং বিচার-বিবেচনা করা হয় সঠিক বা সংগত এবং ভুল-এই চিন্তা দ্বারা।

পর্ব - 5 ঃ চুক্তিমূলক / আইনগত পরিচিতিকরণ

➠ সঠিক ও ভুলের নীতি ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে আইন বা প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম বিচার করে। মনে করা হয় যে ওই আইন ও নিয়মকানুনের এটি যুক্তিসংগত ভিত্তি রাখতে।

➠ যখন ব্যক্তি মানুষের চাহিদার সাথে আইন বা চুক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় তখন ব্যক্তি মানুষ প্রথমটির প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হয়েও দ্বিতীয়টিকেই মেনে নিতে চান কারণ তারা বিশ্বাস করেন তাতে সমাজের কার্যকরী যৌক্তি কতা, অধিকাংশের ইচ্ছা এবং কল্যাণ রক্ষিত হয়।

পর্ব - 6 ঃ ব্যক্তি মানুষের নৈতিকতা, বিবেকবুদ্ধির নীতিসমূহ

➠ শুধুমাত্র বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক নিয়মই নয় পরিচিতিকরণ হয় বিবেকবুদ্ধির ক্ষেত্রেও — যা এখানে পরিচালিকা শক্তি। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মান এবং যৌক্তিক সর্বজনীনতা ও ধারাবাহিকতাযুক্ত নৈতিক পছন্দের নীতিসমূহের সম্পর্কান্বিত করাকেই নির্দেশ করে থাকে।

➠ অন্তর্লীন আদর্শ দ্বারা কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আদর্শের চাপের ফলে ব্যক্তি মানুষ ওই আদর্শগত কর্মধারা গ্রহণ করে এবং এখানে তার চারপাশের মানুষজনের প্রতিক্রিয়া গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

➠ যদি কেউ অন্যরকম কোনো কাজ করে বসেন তা হলে আত্মবিকার এবং অপরাধবোধের জন্ম হয়।

3.6. এরিকসনের মানসিক-সামাজিক তত্ত্ব

এরিকসনের এই মতবাদ সার্বাধিক পরিচিত ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব। ফ্রয়েডের মতই এরিকসন বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় শিশুকাল থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় বা পর্বে। তবে ফ্রয়েডের মত মানসিক কামজ পর্যায়ের মত জীবনকাল বিভক্ত না করে এরিকসনের তত্ত্ব জীবনভর সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রভাব আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মোটামুটি আটটি পর্ব রয়েছে মানবজীবনে। ডুযাগা ডেভিস এবং অ্যালান ক্লিফটন (1995) এরিকসনের তত্ত্বের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

পর্ব - 1 ঃ বনিয়াদি বিশ্বাস বনাম অবিশ্বাস

➠ অহম্-এর প্রথম কাজ হল বিশ্বাসের বিকাশ সাধন এবং যা কোনোদিনই সম্পূর্ণ শেষ হয় না।

➠ একটি শিশু নিরুদ্‌বেগে মাকে চোখের আড়াল হতে দেয় এবং চেয়ে থাকে কারণ তিনি ওই শিশুর কাছে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃদিকে থেকে পরম বিশ্বাসভাজন।

➠ বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ভারসাম্য অনেকাংশে নির্ভর করে শিশুর সাথে তার মায়ের সম্পর্কের গুণগত মানের উপরে।

পর্ব - 2 ঃ স্বশাসন বনাম লজ্জা ও সন্দেহ

➠ যদি স্বশাসন না দেওয়া হয় তাহলে শিশু নিজের পক্ষে সুবিধাজনক ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য উদ্দীপ্ত হবে।

➠ শিশুর আত্মসচেতনতার সাথেই জন্ম নেয় লজ্জা।

➠ সন্দেহগ্রস্ততা সম্মুখে এবং পশ্চাতে উভয় দিকেই ক্রিয়া করে — এই পশ্চাদপট তার নিজস্বধারা অনুযায়ী চলে। অবশিষ্ট সন্দেহ বদ্ধমূল ভ্রান্ততে রূপান্তরিত হতে পারে।

➠ স্বশাসনের স্বাদ শিশুর মধ্যে লালিত হয় এবং জীবনের চলার সাথে সাথে তার গুণাগুণ পরিবর্তিত হতে থাকে যা আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে ন্যায়বোধ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক হয়।

পর্ব - 3 ঃ প্রবর্তন বনাম অপরাধবোধ

➠ প্রবর্তন স্বশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যধারার প্রয়োগে সহায়ক হয়ে ব্যক্তিকে সচল ও কর্মমুখর হতে সাহায্য করে।

➠ শিশু মনোযোগের সাথে কোনো কাজের বিবেচনা করে এবং নতুন অর্জিত শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে উপভোগ করার জন্য কোনো কাজ করে অপারাধবোধ ভুগে থাকে।

➠ কামদ কল্পনাহেতু Castration complex বংশপুঞ্জক হওয়ার ভয় এই সময় শিশুদের মধ্যে দেখা দেয়।

➠ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি বিরোধ দেখা যায় যা প্রকাশিত হয় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অননুমোদন। এর ফলে ইচ্ছা আবদমিত মত হয় অথবা শিশুর অহম্ লোপ পায়।

➠ Oedipal পর্বের ফলে শোষণকারী নৈতিক বোধের প্রতিষ্ঠা হয় যা কতদূর করা অনুমোদন সাপেক্ষ তা সংক্ষিপ্ত করে আবার অন্যদিকে সম্ভব এবং অধিগম্যতার দিকে দিক্‌নির্দেশ করে বাল্যাবস্থার স্বপ্নদের অনুমোদন দেওয়া যাতে কারা সক্রিয় বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনের লক্ষ্যগুলির সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

পর্ব - 4 ঃ অধ্যাবসায় বনাম হীনম্মন্যতাবোধ

➠ উৎপাদনশীল পরিস্থিতি আনয়ন করে কোনো লক্ষ্যপূর্তি যা ধীরে ধীরে খেলার ইচ্ছা ও খেয়াল অতিক্রম করে যায়।

➠ প্রাথমিক প্রযুক্তিবিদ্যার (fundamentals of technology)।

➠ অধ্যাবসায়িক অনুষঙ্গে (Industrious Association) কোনো শিশি যদি আশাহত হয় তাহলে আরও সে একাকী, কম চেতনাসম্পন্ন হয়ে পড়ে। Oedipal সময়ে পারিবারিক বৈরিতার জন্ম হয়।

➠ কোনো শিশুকে যদি কেউ শোষণ করে তাহলে ওই শিশু চিন্তাহীন দাসে পরিণত হয়।

পর্ব - 5 ঃ একরূপতা বনাম ভূমিকাজনিত বিভ্রান্তি (Role confussion) বা পরিব্যাপ্ততা (Diffusion)

➠ কিশোর / কিশোরীরা অন্যদের কাছে তারা কেমন দেখতে লাগছে এই ব্যাপারে অতিরিক্ত ভাবে উদ্‌বেগের শিকার হয়।

➠ অহমের একরূপতা।

➠ বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যাপারে অক্ষমতা অথবা পেশাগত একরূপতাজনিত অশান্তি।

পর্ব - 6 ঃ অন্তরঙ্গতা বনাম একাকিত্ব

➠ শরীর ও অহমের অবশ্যই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালিকা শক্তি হতে হবে। আত্ম-পরিত্যাগের কারণ অহমের ক্ষতিসাধন আটাকানোর জন্য কেন্দ্রিয় বিরোধ (Nucreaar conflicts) গুলির উপরেও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

➠ এই অভিজ্ঞতা এড়িয়ে গেলে তা একাকিত্বে উপনীত হয়।

➠ অন্তরজাতাব বিপরীত হল দূরত্ব যা একাকী ও নষ্ট করে দেয় বিভিন্ন শক্তিকে এবং মানুষকেও যার সঙ্গ বিপদজনক বলে মনে হয়।

➠ এখন সত্যিকারের জননেন্দ্রিয় (genitality) বিকশিত হতে পারে।

➠ এই পর্বের বিপদজনক দিকটি হল একাকিত্ব যা অনেক চারিত্রিক সমস্যার জন্ম দেয়।

এরিকসনের মতে ''জননেন্দ্রিয় জনিত কল্পনা'' (genital utopia)-এর বিচারের মানগুলি হল—

➠ লালসা/যৌনক্ষুধার প্রবল অভিব্যক্তির পারস্পরিকতা (mutuality of origasm)

➠ ভালোবাসার সঙ্গীর সাথে।

➠ বিপরীত লিঙ্গের সাথে।

➠ তার সাথে যার সঙ্গে বিশ্বাস ভাগাভাগি করা সম্ভব।

➠ তার সাথে যার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা আছে কাজের ধারা। বংশধারা অক্ষুণ্ণতা ও আনন্দদান নিয়ন্ত্রণ করবে।

➠ যাতে করে সন্তানদের সন্তোষজনক বিকাশ জীবনের সমস্ত পর্বে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

পর্ব - 7 ঃ জেনারেটিভিটি বনাম অচলতা (Generrativity vs. stagnation)

➠ বংশধারার অক্ষুণ্ণতা হল পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম নেওয়া ও তাদের পথপ্রদর্শন করা।

➠ শুধুই সন্তান পালন করা মানেই সব নয়। সন্তান বা শিষ্যদের ও সামাজিক দিক থেকে মূল্য যুক্ত কাজকেও generrativity-এর প্রকাশ বলে ধরা হয়।

পর্ব - 8 ঃ অহমের অখণ্ডতা বনাম হতাশা

➠ এখানে অহমের অখণ্ডতা হল অহমের পুঞ্জিত করা নিশ্চিন্ততা যা তার বিন্যাস ও অর্থ বোধগম্যতার যোগ্যতাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

➠ হতাশা হল — নিজ মৃত্যু ভয় তা ছাড়াও আত্ম-সম্পূর্ণতা এবং ভালোবাসার মানুষগণ ও বন্ধুদের হারাবার ভয়।

➠ এরিকসনের মতে যদি বয়ঃপ্রাপ্তরা তাদের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন যাতে তাদের মৃত্যু ভয় না থাকে তাহলে সাস্থ্যবান শিশুরা জীবনকে ভয় পায় না।

3.7. প্রশ্নাবলি

1. মানব বৃদ্ধি ও বিকাশের নীতিগুলি কী কী?
2. বিকাশের তত্ত্বগুলির মূল ভাবনাগুলি বিবৃত করুন।

3.8. গ্রন্থপঞ্জি

1. Developmental Psychology : A Life-Span Approach (5th Edition)–by Elizabeth B. Hurlock
2. Human Development (9th Edition) by Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds and Ruth Duskin Feldman